গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
www.mhapsd.gov.bd

টাউট আইন, ১৮৭৯-এর কতিপয় ধারা সংশোধন করে হালনাগাদ ও যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে জননিরাপত্তা বিভাগে অনুষ্ঠিত প্রেজেন্টেশন/সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ , সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
তারিখ ও সময় : ৩০/১০/২০২৩ খ্রিঃ, সকাল: ০২.৩০ টা
স্থান : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং-২০৮, ভবন নং-৮)।

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' সংযুক্ত।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, জননিরাপত্তা বিভাগের বিদ্যমান পুরাতন আইন ও বিধি এবং ইংরেজিতে প্রণীত আইন ও বিধিসমূহ যুগোপযোগী করে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করতে হবে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একজন অভিজ্ঞ ও এতদবিষয়ে দক্ষ কর্মকর্তাকে এ বিভাগের পরামর্শক (আইন, বিধি) হিসেবে নিয়োজিত করা হয়েছে। টাউট আইন, ১৮৭৯ অতি পুরাতন একটি আইন। বর্তমানে টাউটের কার্যক্রমের ধরন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যুগের পরিবর্তনে এ ধরনের অপরাধ সংঘটনের ধরনও পরিবর্তিত হয়েছে। অনেক কিছু Digitalized হয়েছে। সুতরাং আইনেও অনেক পরিবর্তন আনতে হবে। প্রয়োজনে Digital পদ্ধতি ব্যবহারের বিষয় আইনে সংযোজন করতে হবে। এ পর্যায়ে সভাপতি প্রণীত টাউট আইন, ২০২৪ এর উপর আলোচনায় সকলকে অংশগ্রহণ করার আহবান জানান।

০২। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (আইন ও শৃঙ্খলা) বলেন যে, জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০২৩-এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক টাউট আইন, ১৮৭৯ সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গত ২৭/০৩/২০২৩ তারিখে এ বিভাগে একটি পত্র প্রেরণ করে। উক্ত পত্র অনুযায়ী টাউট আইন, ১৮৭৯ প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে হালনাগাদ ও যুগোপযোগী করে বাংলায় খসড়া প্রস্তাব প্রণয়নপূর্বক প্রেরণের জন্য পুলিশ অধিদপ্তরকে গত ২৪/০৪/২০২৩ তারিখে অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে পুলিশ অধিদপ্তর হতে গত ১৩/০৭/২০২৩ তারিখে বাংলা ভাষায় খসড়া প্রস্তাব প্রণয়ন করে প্রেরণ করা হয়। ইতোঃমধ্যেই জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক গত ১২/০৬/২০২৩ তারিখে জনাব মোঃ হান্নান মিয়া-কে (অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, গ্রেড-১ কর্মকর্তা) পরামর্শক (আইন ও বিধি) পদে নিয়োগ করা হয়েছে। নিয়োগকৃত কর্মকর্তার সাথে টাউট আইন, ২০২৪ সহ ২টি আইন ও একটি নীতিমালা যুগোপযোগী করে বাংলায় প্রণয়নের জন্য ০৬ (ছয়) মাসের জন্য চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। পুলিশ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত বাংলায় প্রণীত খসড়া প্রস্তাবটি এ বিভাগ কর্তৃক নিয়োগকৃত পরামর্শক (আইন ও বিধি)-এর নিকট প্রেরণ করে আইনটি যুগোপযোগী করে প্রণয়নপুর্বক জরুরিভিত্তিতে এ বিভাগে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হয়। উক্ত পরামর্শক টাউট আইন, ১৮৭৯ হালনাগাদ ও যুগোপযোগী করে খসড়া প্রস্তাব দাখিল করেছেন। অত:পর নিয়োগকৃত পরামর্শক দাখিলকৃত খসড়া বিষয়ে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন।

০৪। জনাব মোঃ হান্নান মিয়া, (অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, গ্রেড-১ কর্মকর্তা) পরামর্শক (আইন ও বিধি) বলেন, টাউট আইন, ১৮৭৯ - এ ধারা ছিল ৪টি (মূল-৪১টি), সংজ্ঞা-৫টি এবং শব্দ সংখ্যা ছিল ৯৭৫টি। উক্ত খসড়াটি সংযোজন-বিয়োজন করে একটি ড্রাফট প্রস্তুত করা হয়েছে। যার মধ্যে ১৭টি ধারা, সংজ্ঞা-১৪ এবং ২৯৯৮টি শব্দ সংখ্যা রয়েছে। তিনি ধারাবাহিকভাবে ১৭টি ধারা সভায় উপস্থাপন করেন।

০৫। সভায় উপস্থাপিত খসড়া টাউট আইন, ২০২৪ এর উপর উপস্থিত অধিকাংশ কর্মকর্তা আলোচনায় অংশ নেন এবং স্ব স্ব মতামত ব্যক্ত করেন। সার্বিক আলোচনা ও পর্যালোচনান্তে প্রস্তাবিত আইনের ধারাসমূহে নিম্নরূপ সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছেঃ

ক্রম	প্রস্তাবিত আইনের ধারা	প্রস্তাবিত সংশোধন	বাস্তবায়নকারী
০১.	২ (৯) "টাউট" বলিতে এই আইনের ৪ ধারায় বর্ণিত কর্মকান্ডে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বা টাউট ঘোষিত ব্যক্তিকে বুঝাইবে; তবে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ টাউট গন্য হইবেন না	"বা টাউট ঘোষিত ব্যক্তিকে" অংশটুকু বাদ দিতে হবে।	পরামর্শক (আইন, বিধি)
০২.	২(১২) "দালাল বা ব্রোকার" বলিতে এইরূপ ব্যক্তিকে বুঝাইবে।	এই ধারাসহ আইনের যেখানে "দালাল বা" শব্দটি আছে সেটি বাদ দিতে হবে।	

চলমান পাতা#০২

০৩.	২(১২)(ক) যিনি কমিশনের ভিত্তিতে **বিরোধী পক্ষের** সাথে কথা বলেন, তাদের জন্য সুবিধার ব্যবস্থা করেন বা মতবিরোধের অবসান ঘটান বা যিনি একজন ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে লেনদেনের ব্যবস্থা করেন, **যেমন, একজন রিয়েল এস্টেট ব্রোকার যিনি একটি সম্পত্তি বিক্রির সুবিধা দেন**	**"বিরোধী পক্ষের"** এর পরিবর্তে **"অপর পক্ষের"** লিখতে হবে এবং উদাহরনটি বাদ দিতে হবে (যেমন . . . . . .)।	
০৪.	৪। কোন কোন ব্যক্তি "টাউট" গন্য হইবেন।–সেই ব্যক্তি টাউট গন্য হইবেন যিনি নিম্নবর্ণিত কার্য করিবেন **বা ঘোষিত হইবেন।**	**"বা ঘোষিত হইবেন"** কথাটি বাদ দিতে হবে।	
০৫.	৪(১) যে কোনো আইন পেশাজীবীর নিকট হইতে **পারিশ্রমিকের** বিনিময়ে উক্ত আইন পেশাজীবীর জন্য আইন পেশা সম্পর্কিত যে কোনো কর্মসংগ্রহ করেন, অথবা যে কোনো আইন পেশাজীবী বা আইন পেশায় সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির নিকট হইতে **পারিশ্রমিকের** বিনিময়ে তাদের জন্য উক্তরূপ কর্মসংগ্রহের প্রস্তাব দেন।	**"যে"** এর পরিবর্তে **"যিনি"** হবে এবং **পারিশ্রমিকের** পরিবর্তে **"অবৈধ অর্থ লাভের"** কথাটি সংযোজন করতে হবে।	
০৬.	৪(২) কোনো ভোক্তাকে কোনো ধরণের সেবা গ্রহণ করা হইবে সে বিষয়ে কোনো সেবা প্রদানকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কর্মসংগ্রহের প্রস্তাব দেয়, **যেমন, হাসপাতালে রোগী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্টদের উপর প্রভাব বিস্তার করা বা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা;**	প্রথম লাইনের **'করা হইবে সে'** অংশটুকু বাদ যাবে, **"যেমন, হাসপাতালে রোগী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্টদের উপর প্রভাব বিস্তার করা বা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা"** কথাটি বাদ দিতে হবে এবং ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এর পরে **"অবৈধ অর্থ লাভের বিনিময়ে"** কথাটি সংযোজন করতে হবে।	
০৭.	৪(৩) কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি বা রাজস্ব আদালত বা কোনো রাজস্ব অফিস বা রেজিষ্ট্রি অফিস বা থানা বা হাসপাতাল বা পাসপোর্ট অফিস বা রোড ট্রান্সপোর্ট অফিস বা সরকারি লাইসেন্স প্রদানকারি দপ্তর বা সরকারি সেবা প্রদান সংক্রান্ত অফিস বা কোন পেশাজীবির দপ্তর হইতে সেবা প্রদানের আইনী পদ্ধতি থাকার পরও দ্রুত ও সহজে কাজ করিয়া দেওয়ার আশ্বাসের ভিত্তিতে কোন সেবাগ্রহিতার কাছ হইতে অবৈধ অর্থ গ্রহণ করা, **যেমন, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অফিস হইতে লাইসেন্স ইস্যু করাইয়া দেওয়া বা রাজস্ব অফিস হইতে মিউটেশন করাইয়া দেওয়ার আশ্বাসে অর্থ গ্রহণ বা অর্থ গ্রহণের চেষ্টা করা ইত্যাদি।**	**"যেমন, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অফিস হইতে লাইসেন্স ইস্যু করাইয়া দেওয়া বা রাজস্ব অফিস হইতে মিউটেশন করাইয়া দেওয়ার আশ্বাসে অর্থ গ্রহণ বা অর্থ গ্রহণের চেষ্টা করা ইত্যাদি"** কথাটি বাদ দিতে হবে।	
০৮.	৪(৪) কোন দপ্তরের আইনী পদ্ধতিতে আবেদন প্রসেস করিতে নিয়োজিত বা লাইসেন্সধারী এজেন্ট বা দালাল না হওয়া সত্বেও সেই দপ্তরের কার্য করাইয়া দেওয়ার আশ্বাস দিয়া অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণ বা অর্থ গ্রহণের চেষ্টা করা, **যেমন স্টক এক্সেঞ্জের ব্রোকার না হওয়া সত্বেও ব্রোকারি করা, কোন দেশী বা বিদেশী হাসপাতালে ভর্তি করানোর অনুমোদিত এজেন্ট না হওয়া সত্বেও উক্ত হাসপাতালে ভর্তি করানোর আশ্বাসে অর্থ গ্রহণ বা অর্থ গ্রহণের চেষ্টা করা, কোন লাইসেন্স ইস্যু করাইয়া আনিয়া দেওয়ার আশ্বাসে অর্থ গ্রহণ বা অর্থ গ্রহণের চেষ্টা করা ইত্যাদি।**	**"যেমন স্টক এক্সেঞ্জের ব্রোকার না হওয়া সত্বেও ব্রোকারি করা, কোন দেশী বা বিদেশী হাসপাতালে ভর্তি করানোর অনুমোদিত এজেন্ট না হওয়া সত্বেও উক্ত হাসপাতালে ভর্তি করানোর আশ্বাসে অর্থ গ্রহণ বা অর্থ গ্রহণের চেষ্টা করা, কোন লাইসেন্স ইস্যু করাইয়া আনিয়া দেওয়ার আশ্বাসে অর্থ গ্রহণ বা অর্থ গ্রহণের চেষ্টা করা ইত্যাদি"** কথাটি বাদ দিতে হবে এবং **"বা দালাল"** শব্দটিও বাদ দিতে হবে।	
০৯.	৪(৬) কোন ব্যক্তি বা দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট **বা দালাল** বা লাইসেন্সধারী না হইয়াও কেউ যদি উক্ত ব্যক্তি বা দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কার্যসংগ্রহের জন্য অনলাইনে বিজ্ঞপ্তি দিয়া কর্মসংগ্রহের প্রস্তাব বা ব্যবসা করার সুযোগ সৃষ্টির আশ্বাস দিয়া ইন্টারনেট ভিত্তিক **টাউটের কর্মতৎরতায়** ব্যাপৃত হন।	**"টাউটের কর্মতৎরতায়"** শব্দ দুটোর পরিবর্তে **"প্রতারণায়"** শব্দটি লিখতে হবে এবং **"বা দালাল"** শব্দটিও বাদ দিতে হবে।	
১০.	৪(৭) কোন দপ্তরের আইনী পদ্ধতিতে আবেদন প্রসেস করিতে নিয়োজিত বা লাইসেন্সধারী এজেন্ট বা দালাল না হওয়া সত্বেও সেই দপ্তরের কাছ থেকে কার্য করাইয়া দেওয়ার আশ্বাস দিয়া অনলাইনে বিজ্ঞপ্তি দিয়া অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণ বা অর্থ গ্রহণের চেষ্টা করেন বা এমন কার্য করার প্রস্তাব বা আশ্বাস দিয়া ইন্টানেট ভিত্তিক টাউটের কর্মতৎরতায় ব্যাপৃত হন।	ধারাটি বাদ দিতে হবে। (একই ধরনের অন্য ধারা থাকায়)	
১১.	৪(৮) যিনি এই কাজ করার জন্য দেওয়ানি, ফৌজদারি অথবা রাজস্ব আদালত প্রাঙ্গণ বা ভূমি অফিস বা রাজস্ব অফিস বা রেজিষ্ট্রি অফিস, থানা, হাসপাতাল, পাসপোর্ট অফিস, রোড ট্রান্সপোর্ট অফিস বা সরকারি লাইসেন্স প্রদানকারি দপ্তর বা সরকারি সেবা প্রদান সংক্রান্ত যে কোন অফিস বা রেলওয়ে স্টেশন বা অবতরণ কেন্দ্র (টার্মিনাল) বা পাবলিক রিসোর্ট বা অন্যান্য প্রযোজ্য স্থানে এবং এর আশেপাশে ঘন ঘন যাতায়াত করিয়া আইনী ব্যবসা ধরায় বা (২) হইতে (৭) উপধারায় বর্ণিত কর্মকান্ডে **বা টাউটের কার্যে** ব্যাপৃত থাকেন।	যেখানে **"বা টাউটের কার্যে"** শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা বাদ দিতে হবে।	
১২.	৪(৯) যিনি ১০ ধারার বিধানের অধীনে এই আইনের উদ্দেশ্যে সুপ্রীমকোর্ট, জেলা জজ, দায়রা জজ, মহানগর দায়রা জজ, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মেট্রোপলিটন এলাকায় কেন্দ্রীয় দপ্তর প্রধান বা মহানগরীয় দপ্তর প্রধান বা পুলিশ কমিশনার এবং কালেক্টরের নিম্নে নহে এইরূপ কোন কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রমত সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বা দপ্তর প্রধান কর্তৃক টাউট ঘোষিত ও তালিকাভূক্ত।	টাউট ঘোষনা করার বিধান রাখা হবে না বিধায় এ ধারাটি বাদ দিতে হবে।	
১৩.	৫(২) এই আইনের আওতাভূক্ত কর্মকান্ডের জন্য কেউ যদি ধারা-৪(৯) বা ১০ ধারা মতে টাউট ঘোষিত ও তালিকাভূক্ত হওয়ার পরও এবং ১২ ধারা মতে যুক্তিসঙ্গত কারন ব্যতীত প্রাঙ্গনে আসায় নিষেধাজ্ঞা দেওয়া সত্ত্বেও নির্দেশ অমান্য করিয়া উক্ত কর্মকান্ডে লিপ্ত হন তবে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদন্ড বা অনুর্ধ ২০(বিশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন।	ধারাটি বাদ দিতে হবে।	

১৪.	**ধারা-৭। ঘুষ বা দুর্নীতির সাথে জড়িত হওয়ার বিধি ব্যবস্থা।**— এই আইনে বর্ণিত টাউট বা এজেন্ট বা দালাল বা রেজিষ্টার্ড আইনজীবি সহকারি উল্লেখিত দেওয়ানি, ফৌজদারি অথবা রাজস্ব আদালত প্রাঙ্গণে, ভূমি অফিস, রাজস্ব অফিস, রেজিষ্ট্রি অফিস, থানা, হাসপাতাল, পাসপোর্ট অফিস, রোড ট্রান্সপোর্ট অফিস, সরকারি লাইসেন্স প্রদানকারি দপ্তর বা সরকারি সেবা প্রদান সংক্রান্ত যে কোন অফিসের কোন কাজ করাইয়া দেওয়ার আশ্বাসে কোন বিচারক বা কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে ঘুষ বা অবৈধ অর্থ প্রদানের উদ্দেশ্যে লেনদেনের দুর্নীতিমূলক কর্মকান্ডে লিপ্ত হন বা এমন কাজে লিপ্ত হওয়ার প্রস্তাব করেন তাহা হইলে অভিযুক্ত বা অভিযুক্তদের থানায় সোপর্দ করিয়া তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন আইনের অধিনে নিয়মিত মামলা দায়ের করিতে হইবে।	ধারাটি বাদ দিতে হবে। (যেহেতু এ বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের আইন রয়েছে)	
১৫.	৮(৩) সাব ইন্সপেক্টরের নিম্ন নয় এমন পুলিশ কর্মকর্তার অভিযোগ বা রিপোর্টের ভিত্তিতে অথবা এই আইনে উল্লেখিত অপরাধ সংঘটনের **দ্বারা সংক্ষুব্ধ বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা** সংশ্লিষ্ট আদালত বা দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের 'উপযুক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারি বা প্রতিনিধি' কর্তৃক থানায় বা উপযুক্ত আদালতে অভিযোগ দায়ের বা অপরাধ উদঘাটন রিপোর্ট দাখিলের ভিত্তিতে আদালত অপরাধ আমলে গ্রহণ করিবে।	**"দ্বারা সংক্ষুব্ধ বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা"** কথাটি বাদ দিতে হবে।	
১৬.	৮(৬) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে এই আইনে বর্ণিত অপরাধের তদন্ত, বিচার ও আপিলের ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।	৮(৬)-এ **গ্রেফতার, জব্দ, তল্লাশী** শব্দসমূহ অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।	
১৭.	**ধারা ৯(২)(৩), ১০, ১১, ১২ ও ১৩**	ধারাসমূহ বাদ দিতে হবে। যথাসম্ভব সিআরপিসি প্রযোজ্য হবে।	
১৮.	**ধারা-১৪। টাউট সন্দেহে জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষমতা ও কার্যধারা** ....।	এই ধারাটি আরোও সংক্ষিপ্ত আকারে প্রণয়ন করতে হবে।	

০৬। সার্বিক পর্যালোচনায় সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ-

(ক) কার্যবিবরণীর অনুচ্ছেদ ০৫-এ বর্ণিত প্রস্তাবিত সংশোধনীসমূহ সংযোজনপূর্বক ১(এক) সপ্তাহের মধ্যে পরামর্শক (আইন ও বিধি)-কে পরিচ্ছন্ন খসড়া টাউট আইন, ২০২৪ দাখিল করতে হবে;

(খ) পরামর্শক (আইন, বিধি) কর্তৃক পরিচ্ছন্ন খসড়া টাউট আইন দাখিলের পর উক্ত আইনটি জননিরাপত্তা বিভাগের সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার মতামতের জন্য প্রেরণ করতে হবে এবং সর্বসাধারণের মতামতের জন্য জননিরাপত্তা বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
০৮/১১/২৩ খ্রিঃ
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ
সিনিয়র সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০৫৬.৯৯.০৩৭.১৭(অংশ-১)-১৪৮৫

তারিখঃ ২৭ কার্তিক ১৪৩০ / ১২ অক্টোবর ২০২৩

বিতরণঃ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
০২। অতিরিক্ত সচিব... (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৩। জনাব মোঃ হান্নান মিয়া (অতিরিক্ত সচিব), অবসরপ্রাপ্ত গ্রেড-১ কর্মকর্তা, পরামর্শক (আইন ও বিধি), জননিরাপত্তা বিভাগ, ঢাকা।
০৪। যুগ্মসচিব .... (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৫। উপসচিব .... (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৬। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব ....(সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৭। অফিস কপি/মাষ্টার কপি।

২২/১১/ ২০২৩
আশ্রাফুর রহমান
উপসচিব
ফোন: ২২৩৩৫৪৫০১